বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০
ANNUAL REPORT 2020

সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (আইসিডিএ)

Integrated Community Development Association (ICDA)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০

প্রকাশনা

সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (আইসিডিএ)

শিক্ষক ভবন (৩য় তলা), বরিশাল।

ফোন: +৮৮০-৪৩১-২১৭৩০৮৮

মোবাইল: ০১৭২৭০৬৩৪৩০, ০১৭২৭০৬৩৩৯৮

প্রকাশকাল: ০১ ডিসেম্বর ২০২০

সম্পাদক

সালমা খান
নির্বাহী পরিচালক

সম্পাদনায় সহযোগী

আনোয়ার জাহিদ
কাজী নওশাদ রাসেল
লক্ষণ চন্দ্র মুন্‌সী
ইউসুফ আলী হাওলাদার
আবু মো: আলী রেজা
ইসরাত জাহান
মো: ইব্রাহীম খান

মুদ্রণ, ডিজাইন ও প্রচ্ছদ-অলংকরণ

ইউসুফ আলী হাওলাদার

সূচীপত্র পৃষ্ঠা

- পটভূমি ২
- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৩
- সংস্থার নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ৪
- কার্যকরী পরিষদ ৫
- সাধারণ পরিষদ ৬
- এজিএম গ্যালারি ৭
- ক্ষুদ্রঋণ সেবা কার্যক্রম ৮
- ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের কেসস্ট্যাডি ১২
- সমৃদ্ধি কার্যক্রম ১৬
- সিজেআরএফ প্রকল্প ২২
- ডা. সৈয়দ হাবিবুর রহমান কল্যাণ ট্রাস্ট ২৫
- অন্যান্য কার্যক্রম ২৬
- আর্থিক প্রতিবেদন ৩১

পটভূমি

বাঙ্গালী, উপজাতী, আদিবাসী ও বহু ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভুমি বাংলাদেশ। সমগ্র জনগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য। শত শত বছরের আন্দোলন, সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও লক্ষ লক্ষ নর নারীর জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। পেয়েছি একটি মানচিত্র, পেয়েছি একটি পতাকা। কিন্তু অব্যাহত ভাবে দেশের সার্বিক উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার পথে বাধা হচ্ছে অতীতের সেই চির চেনা অপশক্তিদের দ্বারা। আমরা দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে যা কোন ভাবেই মেনে নিতে পারিনা। এই ধারণার আলোকে ১৯৯০ খৃষ্টাব্দের বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের যে অবস্থা বিরাজমান ছিল তাতে আমাদের উপলব্ধি হয়েছিল যে, দেশের অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন করতে হলে প্রয়োজন দেশপ্রেমিক সচেতন নাগরিকদের সমন্বয়ে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। আর এই আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর সর্বস্তরের পেশাজীবী মানুষের মধ্যে নারী ও পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা, সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সার্বিক ক্ষমতায়ন পর্যায়ক্রমে নিশ্চিত করা এবং পরিবার, সমাজ, সমাজের বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিটি পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। সকল ধরনের নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করা বিশেষ করে বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও যৌন হয়রানী বন্ধ করা। দেশের সকল শিশু ও কিশোরদের অধিকার নিশ্চিত করে প্রিয় মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ আলোকিত করা। দেশের অনগ্রসর দরিদ্র মানুষের উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অনবরতভাবে সেবা ও সহযোগিতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা। সারা বিশ্বের আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের দেশের জনগনের সার্বিক অবস্থা ও অবস্থানের বিবেচনায় বাস্তবে প্রয়োগের অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৯০ খৃষ্টাব্দে সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (আইসিডিএ) Integrated Community Development Association (ICDA) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুরু থেকে এখন পর্যন্ত তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনে কাজ করে যাচ্ছে।

সংগঠনের লক্ষ্য

নারী পুরুষের সমতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল, সামাজিকভাবে ন্যায়সম্মত, পরিবেশগতভাবে নির্মল এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় জাতি, ধর্ম ও গোত্র নির্বিশেষ নারী পুরুষের দক্ষতানুযায়ী সম অংশগ্রহণের ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। সংগঠনের প্রতিটি পর্যায়ে জেন্ডার সমতা, মানবাধিকার সহায়ক পরিবেশ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

উদ্দেশ্য

- ❑ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করে চুড়ান্তভাবে ক্ষমতায়নের জন্য স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন ধারায় জনগণের অর্থবহ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।
- ❑ লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা।
- ❑ নিজ সংগঠনের ও লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ❑ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে কর্ম-এলাকার দলীয় সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- ❑ নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উদাহরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্ম এলাকায় আদর্শ পরিবার গড়ে তোলা।

সংস্থার নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ, নম্বর ও তারিখ

নাম, নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ	সার্টিফিকেট অনুলিপি
সমাজসেবা অধিদপ্তর নিবন্ধন নং-৩০৯ তারিখঃ ২১ নভেম্বর ১৯৯২	
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো নিবন্ধন নং-২৮৯০ তারিখঃ ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪	
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি নিবন্ধন নং-০০৬১৫-০৩১৪৭-০০২৮৯ তারিখঃ ২৫ জুন ২০০৮	
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নিবন্ধন নং-জেমবিঅ/বরি/৫০৬/১৩ তারিখঃ ২১ জানুয়ারি ২০১৩	

সংগঠন ব্যবস্থাপনা নীতিমালার বৈশিষ্ট্য

- সংগঠন ব্যবস্থাপনা নীতিমালা নীতিনির্ধারক ও সকল স্তরের উন্নয়ন কর্মীদের সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দেবে।
- সংগঠন ব্যবস্থাপনা নীতিমালার সাথে সংগঠনের অন্যান্য নীতিমালা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
- বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন নীতিমালা ও দেশে প্রচলিত আইনের প্রেক্ষিতে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় সংগঠন ব্যবস্থাপনা নীতিমালা সহায়তা করবে।
- সংগঠন ব্যবস্থাপনা নীতিমালা আইসিডিএ'র আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে একটি দিক নিদের্শনা হিসাবে কাজ করবে।

আইসিডিএ সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের তথ্য ঃ

সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা

পুরুষ	১৩
নারী	১৪
মোট সদস্য সংখ্যা	২৭

কার্যকরী পরিষদের সদস্য সংখ্যা

পুরুষ	৫
নারী	৪
মোট সদস্য সংখ্যা	**৯**

আইসিডিএ কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ

জনাব মো: নুরুল ইসলাম
সহ-সভাপতি

মিসেস রাবেয়া খাতুন
সভাপতি

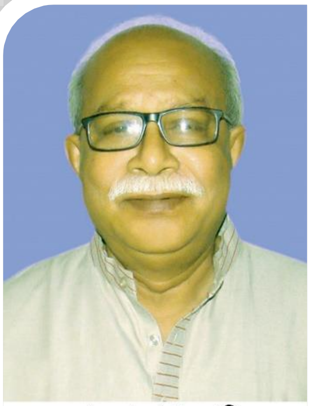
জনাব আনোয়ার জাহিদ
নির্বাহী সদস্য

জনাব মো: আবুল কালাম
কোষাধ্যক্ষ

মিসেস সালমা খান
সম্পাদক/ সদস্য সচিব

অধ্যাপক টুনু রানী কর্মকার
নির্বাহী সদস্য

অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম
নির্বাহী সদস্য

জনাব শুভংকর চক্রবর্তী
নির্বাহী সদস্য

জনাব খোকন মুন্সি
নির্বাহী সদস্য

আইসিডিএ'র সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ

ক্র: নং	নাম	পদবী	ব্যক্তি জীবনের পেশা
১.	মিসেস রাবেয়া খাতুন	আজীবন সদস্য	সমাজসেবা
২.	জনাব নুরুল ইসলাম	সাধারণ সদস্য	সমাজসেবা
৩.	জনাব মোঃ আবুল কালাম	সাধারণ সদস্য	শিক্ষকতা
৪.	মিসেস সালমা খান	আজীবন সদস্য	নারীনেত্রী
৫.	জনাব আনোয়ার জাহিদ	নির্বাহী সদস্য	সমাজসেবা
৬.	অধ্যাপিকা হোসনে-আরা বেগম	আজীবন সদস্য	অধ্যাপনা
৭.	অধ্যাপিকা টুনু রানী কর্মকার	আজীবন সদস্য	অধ্যাপনা
৮.	জনাব শুভংকর চক্রবর্তী	আজীবন সদস্য	উন্নয়ন কর্মী
৯.	জনাব খোকন মুন্সি	সাধারণ সদস্য	ব্যবসা
১০.	জনাব এ, গফফার খান	আজীবন সদস্য	সমাজসেবা
১১.	ডাঃ সৈয়দ হাবিবুর রহমান	আজীবন সদস্য	ব্যবসা
১২.	অধ্যাপিকা হাসিনা বেগম	আজীবন সদস্য	অধ্যাপনা
১৩.	জনাব আবুল কালাম আজাদ	আজীবন সদস্য	সমাজসেবা
১৪.	মিসেস রেহানা ইয়াসমিন আজাদ	আজীবন সদস্য	সমাজসেবা
১৫.	জনাব মোঃ শাজাহান	আজীবন সদস্য	সমাজসেবা
১৬.	মিসেস শিরীনা খান	আজীবন সদস্য	সমাজসেবা
১৭.	মিসেস মরিয়ম বেগম রিনা	আজীবন সদস্য	অব: সর: চাকুরীজীবী
১৮.	জনাব নাজমুল হাসান খোকন	সাধারণ সদস্য	সমাজসেবা
১৯.	মিসেস হাসিনা পারভীন	সাধারণ সদস্য	সমাজসেবা
২০.	মিসেস খালেদা নাসিম	সাধারণ সদস্য	সমাজসেবা
২১.	জনাব ফয়েজুল ইসলাম	সাধারণ সদস্য	উন্নয়ন কর্মী
২২.	মিসেস কুলসুম বেগম বিউটি	সাধারণ সদস্য	সমাজসেবা
২৩.	মিসেস বানীশ্রী চক্রবর্তী	সাধারণ সদস্য	সমাজসেবা
২৪.	কোহিনুর বেগম	সাধারণ সদস্য	সমাজসেবা
২৫.	দাসগুপ্ত আশীষ কুমার	সাধারণ সদস্য	সমাজসেবা
২৬.	শিবানী চৌধুরী	সাধারণ সদস্য	সমাজসেবা
২৭.			

এজিএম গ্যালারি

বার্ষিক সাধারণ সভা ও
ত্রি-বার্ষিক
সম্মেলন ২০১৮

বার্ষিক সাধারণ সভা ও
ত্রি-বার্ষিক

বার্ষিক সাধারণ সভা ও
ত্রি-বার্ষিক
সম্মেলন ২০১৫

মহিয়সী বেগম রোকেয়া
বেগম সুফিয়া কামাল
রোকেয়া দিবস

এক নজরে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ সেবা কার্যক্রমের তথ্য

(জুন'২০২০)

ক্রমিক নং	বিবরণ		সংখ্যা
১.	শাখার সংখ্যা		০৮ টি
২.	সমিতি সংখ্যা		৪৪৯ টি
৩.	সদস্য সংখ্যা		৮৭৮৪ জন
৪.	ঋণী সংখ্যা		৫৮৬৪ জন
৫.	ঋণ বিতরণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)		১৪৭৬১৬১০০০
৬.	ঋণ আদায় (ক্রমপুঞ্জিভূত)		১৩৬৯৯৩২০১০
৭.	ঋণস্থিতি		১০৬২২৮৯৯১
৮.	সঞ্চয়স্থিতি	(ক) সাধারন সঞ্চয়	৩৭৯৮৫২২৪
		(খ) বিশেষ সঞ্চয়	৩৬২৯১৪৮
		মোট	৪১৬১৪৩৭২
৯.	ঋণ আদায় হার		৯৭.৮২%
১০.	কর্মরত স্টাফ সংখ্যা	মহিলা	০৯ জন
		পুরুষ	৪৪ জন
		মোট	৫৩ জন
১১.	কার্যক্রমভূক্ত গ্রাম সংখ্যা		১৩৫ টি
১২.	ইউনিয়ন সংখ্যা		২৫ টি ইউনিয়ন, সিটি কর্পোরেশনের ৩০ টি ওয়ার্ড ও মুলাদী পৌরসভা।
১৩.	উপজেলা সংখ্যা		০৪ টি

ঋণসেবা গ্যালারি

শাখাভিত্তিক ঋণকার্যক্রমের বিভিন্ন সুচকে অর্জিত মান

জুন ২০২০

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	সদর শাখা	রহমতপুর শাখা	বন্দর শাখা	মুলাদী শাখা	সাহেবেরহাট শাখা	তালতলী শাখা	রায়পাশা শাখা	কাজিরচর শাখা	মোট
১.	সমিতি সংখ্যা	৮৭	৬৭	৭২	৪৮	৬২	৫৩	৪৩	২৫	৪৫৭
২.	সদস্য সংখ্যা	২০৭১	১০৩৫	১০৯২	৬৯৪	৮২২	১২৬৯	৭৮৬	৪৮৫	৮২৫৪
৩.	গ্রুপ সাইজ	২৩.৮০	১৫.৪৫	১৫.১৭	১৪.৪৬	১৩.২৬	২৩.৯৪	১৮.২৮	১৯.৪০	১৮.০৬
৪.	সঞ্চয়স্থিতি	১৪৩৭০৬৯৯	৪৩০০৭২৯	৪৮৩৮০১৫	৪৩২৯৮৮৫	৫১৩৯৬১৪	৬৮৫৩১৬২	৩০৪৪৩৭৪	৪০৬৯১৩৭	৪৬৯৪৫৬১৫
৫.	ঋণী সংখ্যা	১৪১৮	৬৮৮	৮৩৬	৫৪২	৬৮১	৯৭৫	৫৯১	৩৬৬	৬০৯৭
৬.	ঋণস্থিতি	৩০৪৬০৩৬৮	১১৪০৭৯৬২	১৩৪৩২৭৩২	১০৫৪৮১৫২	১৩১৪৭০০৪	১৭৫৫০৮১২	৮৫৫৪৮১১	১২৬৪৪৭০৮	১১৭৭৪৬৫৪৯
৭.	বকেয়া ঋণী	১২৬৮	৬৭৫	৮১৩	৫৩১	৬৬১	৯৬২	৫৭০	৩৪৬	৫৮২৬
৮.	বকেয়া টাকা	৭১৪৫০১৯	৩০৮৪৩৩৯	৪৭৯০৮৪৫	২৯৭১৬৬৯	৩৩৬৩৩৬১	৪৬৫৬৮২৪	২০৪১৪১৭	৪২৬৮৯৪৩	৩২৩২২৪১৭
৯.	বকেয়া ঋণস্থিতি	২৬২৩০৩২৭	১১২১৭০৫৩	১২৯৩৩৪৭৬	১০৩৩১৯৩৩	১২৯০১৪৬৮	১৭৩৫৮৫৫১	৮২৬২৭৭১	১১৪৭১৪২৯	১১০৭০৭০০৮
১০.	মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণী সংখ্যা	২১২	৯৮	২৮৯	১১৯	১৭৫	১২২	১০৪	৩৭	১১৫৬
১১.	মেয়াদ উত্তীর্ণ টাকা	১৫৬৭৭০২	৪৫৮১৫৭	২৬৬৭২৭৫	৬১৫৫৬৭	৭৬৪০৪৮	৮০৪৫০১	৪৪২৬৯০	২১০৮১৮	৭৫৩০৭৫৮
১২.	ঋণী কভারেজ%	৬৮.৪৭	৬৬.৪৭	৭৬.৫৬	৭৮.১০	৮২.৮৫	৭৬.৮৩	৭৫.১৯	৭৫.৪৬	৭৩.৮৭
১৩.	PAR	৮৬.১১	৯৮.৩৩	৯৬.২৮	৯৭.৯৫	৯৮.১৩	৯৮.৯০	৯৬.৫৯	৯০.৭২	৯৪.০২
১৪.	আদায় হার%	৩৩.২৭	৪০.১৮	৫৩.১১	৪২.৭১	৪১.৩৩	৩৭.০১	৪২.১৫	৩৮.২৯	৩৯.৬৬
১৫.	ঋণস্থিতি:সঞ্চয়স্থিতি অনুপাত	৪৭.১৮	৩৭.৭০	৩৬.০২	৪১.০৫	৩৯.০৯	৩৯.০৫	৩৫.৫৯	৩২.১৮	৩৯.৮৭
১৬.	মোট আয় (প্রঃ কার্যা:সহ)	৫৬৫৩৩৬৯	২১৮৭৮১৭	২৩৪৭৫৬৯	১৯৫৪৬৪১	২৩১৯৫৩১	৩২৬৩০০৭	১৪৭১৮৬৪	২৯২৪৬০৮	২৯৫৯৯৩২৯
১৭.	মোট ব্যয় (প্রঃ কার্যা:সহ)	৫২৬৬৬১৬	২৭৮১৪৩৬	২৪৮৪৪৫০	২২৬২৩১৪	২৮২০১৩৬	২৮০৩৪৩৫	১৭০৯৬৭৮	২২৩৫৩৫৫	৩১৪৭৬৫৬৬
১৮.	উদ্বৃত্ত	৩৮৬৭৫৩	-৫৯৩৬১৯	-১৩৬৮৮১	-৩০৭৬৭৩	-৫০০৬০৫	৪৫৯৫৭২	-২৩৭৮১৪	৬৮৯২৫৩	-১৮৭৭২৩৭
১৯.	লোন লস প্রভিশন	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২০.	মোট মাঠ কর্মকর্তার সংখ্যা	৫	৪	৩	৩	৪	৪	২	২	২৭
২১.	মোট স্টাফ সংখ্যা	৭	৬	৫	৪	৫	৬	৪	৫	৪২

সদস্য কল্যাণ তহবিল

ক্ষুদ্র ঋণসেবা কার্যক্রমে সদস্য পরিবারের ঋণ ঝুঁকি প্রশমনের লক্ষ্যে সংস্থা সদস্য কল্যাণ তহবিল (এসকেটি) করেছে। এ তহবিলের আওতায় সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহিতা/স্বামী/অভিভাবক অথবা সদস্য পরিবারের প্রধাণ উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি (সদস্য কল্যাণ তহবিলের অর্ন্তভূক্ত) ঋণস্থিতি থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে অবশিষ্ট ঋণের টাকা মওকুফ করা হয় এবং ঋণ গ্রহিতার মৃত্যু জনিত কারণে জমাকৃত সঞ্চয় সমূহ তাঁর নমিনিকে ফেরৎ দেওয়া হয়। অভিভাবক মৃত্যু জনিত কারণে ঋণ মওকুফ পরবর্তীতে সদস্য পুনঃরায় ঋণ নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁর চাহিদা মত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। সংস্থার বর্তমান নীতিমালানুযায়ী ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বিতরণকৃত সকল ঋণ সদস্য কল্যাণ তহবিলের আওতায় রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত সংস্থার ০৮টি শাখার আওতায় **১২,০৯৮,৩৭০**/-(এক কোটি বিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার তিনশত সত্তর) টাকা আদায় করেছে এবং ২২২ জন ঋণ গ্রহীতা ও অভিভাবক মৃত্যু জনিত কারণে **৪,২২৮,০৯৩**/-(বিয়াল্লিশ লক্ষ আটাশ হাজার তেরানব্বই) টাকা ঋণ মওকুফ করা হয়েছে।

সদস্য ও অভিভাবক মৃত্যুজনিত কারণে সদস্য কল্যাণ তহবিল হতে ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য জুন ২০২০

ক্রমিক নং	শাখার নাম	মৃত সদস্য সংখ্যা (জন)	পরিশোধকৃত টাকার পরিমাণ	সদস্য সংখ্যা (জন)	স্থিতি
০১	সদর শাখা, বরিশাল	৪৭	১,০২৭,২৪৫	১৩৯৮	২,১৮৫,৮৯৫
০২	রহমতপুর শাখা, বাবুগঞ্জ	২৭	৪০০,৯০৩	৬৮১	১,০৯৩,২৩৭
০৩	বন্দর শাখা, বাবুগঞ্জ	৪২	৬৮৯,৫২৮	৮৩৫	১,২০৩,৯৬২
০৪	মুলাদী শাখা, মুলাদী	১৯	৪০২,৮৮৫	৫২৫	৬৮৬,০২৫
০৫	সাহেঃহাট শাখা, বরিশাল	২৫	৫৯৮,২০৪	৬৭৬	১,০৯০,৬৬৬
০৬	তালতলী শাখা, বরিশাল	৩৯	৬৫৭,৫৮১	৯৭১	৯১৯,৮৮৯
০৭	রায়পাশা শাখা, বরিশাল	১৭	১৯৯,৭৭৪	৫৮৯	৫০৪,১২৬
০৮	কাজিরচর শাখা, মুলাদী।	৬	২৫১,৯৭৩	৩৫৩	১৮৬,৪৭৭
	মোট :	২২২	৪,২২৮,০৯৩	৬০২৮	৭,৮৭০,২৭৭

নাছিমার স্বপ্নজয়

নাছিমা বেগম এক সংগ্রামী নারীর নাম তিনি ১৯৭২ সালে বরিশাল সদর থানাধীন চরমোনাই ইউনিয়নের গীলাতলী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর ০৬ ভাই-বোনদের মধ্যে তিনি মেঝ বাবা ছিলেন কৃষক। কৃষিকাজ করে যা আয় হতো তা দিয়ে ০৮ সদস্যর পরিবারের নিয়ে কোন রকমের দিন কাটছিল। অভাবের সংসার বাবা কোন ছেলে -মেয়েকেই ভাল ভাবে লেখাপড়া করাতে পারনি। অভাবের তাড়নায় প্রাথমিকেই শেষ করতে হয়েছিল নাছিমার লেখা পড়া। বাবা মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য ছেলে খুঁজতে ছিল। তাঁর এক নিকট আত্মীয়ের মাধ্যমে বরিশাল সদর থানাধীন চরবাড়িয়া ইউনিয়নের কাগাশুরা গ্রামের একজন ছেলের খোঁজ পেল। ছেলের নাম বাবুল বিশ্বাস পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। পরিবারের মতে বাবুল বিশ্বাসের সাথে ১৯৯০ সালে নাছিমা বেগম এর বিয়ে হয়। বিয়ের পরে কাজের খোঁজে ১৯৯১ সালে নাছিমা বেগম বরিশাল শহরে আসেন এবং চাদমারী বালুর মাঠ বস্তিতে ছোট একটি রুম ভাড়া নিয়ে স্বামীর সাথে বসবাস শুরু করেন। নাছিমা বেগম বাবার অভাবের সংসার থেকে এসে পরল আরেক অভাবের সংসারে। অভাব যেন তার পিছু ছাড়ছেনা। কিন্তু এত অভাবের মধ্যেও আত্মবিশ্বাস নিয়ে স্বচ্ছল জীবনের স্বপ্ন দেখেন নাছিমা। স্বামী বাবুল বিশ্বাস ভ্যান গাড়ীতে করে কলার ব্যবসা করে যা আয় হতো তা দিয়ে কোন রকম সংসার চলছিল। বাড়তি আয়ের জন্য কলার ব্যবসা ছেড়ে ঠেলাগাড়ী চালানো শুরু করেন। কিন্তু অন্যর ঠেলা গাড়ী ভাড়া দিয়ে যা থাকতো তা দিয়ে নিজের সংসার চালানো বেশ কঠিন হয়ে পরে। নাছিমা বেগম ভাবলেন শুধু স্বপ্ন দেখলে হবেনা স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য চাই নিজেও কিছু করতে তাই স্বামীর কাজের পাশাপাশি নিজে যদি কিছু একটা করতে পারেন তাহলে স্বামীর সাথে তিনি নিজেও সংসারের জন্য কিছু সহযোগীতা করতে পারবেন। এই ভাবনা থেকেই তিনি একটি বাসায় ঝিয়ের কাজ নিলেন। ঝিয়ের কাজ করার সময় তিনি তার এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে জানতে পারেন বরিশালে আইসিডিএ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নারীদের সংগঠিত করে সমিতি গঠন করে বিভিন্ন প্রশিক্ষন প্রদান করে ঋণ প্রদান করে থাকে। তিনি ১৯৯২ সালে আইসিডিএ সদর শাখা, বরিশাল এর আওতায় গঠিত নীল সবুজের মাঠ (৩০) সমিতিতে সদস্য হিসাবে ভর্তি হন এবং ঋণের জন্য আবেদন করেন । আইসিডিএ ১ম দফায় তাকে ২০০০(দুই হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করেন । তিনি ২০০০ (দুই হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে স্বামীর জন্য একটি ঠেলা গাড়ি ক্রয় করেন। স্বামীর ঠেলা গাড়ী চালিয়ে যা আয় হতো তা দিয়ে ০২ জনার সংসার খরচ এবং বাসা ভাড়া দিয়ে কোন ভাবে সংসার চলছিল। এরই মধ্যে তার একটি পূত্র সন্তান জন্ম গ্রহন করে ফলে তার বাসাবাড়ির ঝিয়ের কাজটি ছাড়তে হয়। পরবর্তীতে তিনি ২য় দফায় সংস্থা থেকে ৩০০০ টাকা ঋণ নিয়ে আরেকটি ঠেলাগাড়ী ক্রয় করেন । তিনি ২য় দফায় ঋন পরিশোধ করে ৩য় দফায় ৫০০০ টাকা ঋণ গ্রহন করে ০২ টা ঠেলাগাড়ী ক্রয় করে ভাড়া দেন। এভাবে তিনি ঋন নিয়ে তা পরিশোধ করে ০৭টি ঠেলাগাড়ী ক্রয় করে ভাড়া দিতেন। দীর্ঘ ২৮ বছরে আইসিডিএ থেকে ঋণ

নিয়ে বড় পরিসরে মুদি দোকান দিয়েছে যা তার ছেলে পরিচালনা করেন। মুদি ব্যবসা থেকে তার প্রতি মাসে প্রায় ৩৫০০০/-(পয়ত্রিশ হাজার) টাকা আয় হয়। মুদি ব্যবসার পাশাপাশি তিনি নিজে ও কাচামালের দোকান দিয়েছে আর তার স্বামী বাবুল বিশ্বাস ঠেলাগাড়ীর ব্যবসা টির পরিধি বড় করেছেন। সর্বশেষ তিনি ১২/১১/২০২০তারিখ আইসিডিএ সদর শাখা বরিশাল থেকে অগ্রসর ঋণ কর্মসূচরি আওতায় ২,৫০,০০০/-(দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা নিয়ে মুদি ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছেন। বর্তমানে নাছিমা বেগমসহ তার স্বামী ও ছেলের ০৩টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দিয়ে মাসে ৭০০০০/-(সত্তর হাজার) টাকা আয় হয়ে থাকে। উক্ত আয় দিয়ে চাদমারী বরিশালে ০৩ টি ঘর তৈরি করে ভাড়া দিয়েছেন। ০৩টি সন্তানকে কে লেখাপড়া শিখিয়েছেন এবং ০১টি মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। নাছিমা বেগম বললেন তিনি গ্রামের বাড়ীতে দালান তৈরি করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ।বর্তমানে সব মিলিয়ে তার সম্পদের পরিমান প্রায় ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা এবং নাছিমা বেগম বললেন আমি এখন সুখে আছি। সময়মত আইসিডিএ সহযোগীতা পেয়েছি বলেই সমাজে নিজের পরিচিতি তৈরি করতে এবং আর্থিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি। তিনি আইসিডিএ এর উন্নতি কামনা করেন। যাতে করে আইসিডিএ নাছিমার মত অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে পারে।

মোর্শেদার ঘুরে দাড়ানো

বরিশালের মুলাদী উপজেলার বড়ইয়া গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন মোর্শেদা বেগম। পিতা-মাতার ছয় সন্তানের মধ্যে মোর্শেদা বেগম দ্বিতীয়। সংসারে যেখানে নুন আন্তে পান্তা ফুরায় সেখানে লেখা-পড়া ছিল দু:স্বপ্ন। তবুও স্বপ্ন দেখেন উচ্চ শিক্ষিত হয়ে সংসারের হাল ধরবেন। কিন্তু মাত্র পঞ্চম শ্রেণিতেই তার ইচ্ছার মৃত্যু ঘটে। সংসারের কঠিন বাস্তবতা তাঁকে আশা থেকে বঞ্চিত করে এবং সবকিছু বুঝে ওঠার আগেই পারিবারিক সিদ্ধান্তে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ১৯৯১ সালে পার্শবর্তী বাবুগঞ্জ উপজেলার শহিদুল ইসলামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উপায়হীন পরিস্থিতিতে তাঁকে বাস্তবতা মেনে নিতে হল। পিতার অভাব অনটনের সংসার ছেড়ে স্বামীর সংসারে এসে দেখে অভাব যেন তাঁর নিত্য সঙ্গি। এই নিষ্ঠুর বাস্তবতায় অসহায় কিশোরী

বধুর দিনগুলো ছিল যন্ত্রনাদায়ক। ভিতরের ব্যথিত কথাগুলো মায়ের কাছে বলার জন্য সুযোগ পেলেই চলে যেতেন পিত্রালয়। মা কেবল শান্তনা দিয়ে বলতেন "অভাব চিরদিন থাকেনা, দেখিস একদিন আল্লাহ্ মুখ তুলে তাকাবেন"। মায়ের চিরচেনা কথাগুলো শুনে মোর্শেদা বেগম শুধু অঝোরে কাঁদতেন। মেয়ের কান্না দেখে মা'ও কাঁদতেন। এভাবে সময়-অসময় বাবার বাড়ী যাওয়ার জন্য স্বামীর কাছ থেকে তাঁকে অনেক ভৎস্না শুনতে হত। তার স্বামী স্থানীয় এক জন দিন মজুর। দিন মজুর কাজ করে যে পরিমাণ আয় হয় তা দিয়ে সংসার চালানো দুরুহ ব্যপার। তাঁর স্বামীর পৈত্রিক জমি-জমা বলতে ভিটা বাড়ী ব্যতিত কিছুই নেই। মোর্শেদা বেগম ভাবেন কিভাবে নিজে সহ সংসারের অন্যদেরকে কাজে লাগিয়ে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনা যায়; কিন্তু সকল পকিল্পনাই ব্যর্থ হয়ে যায় নিজস্ব পুঁজির অভাবে। টাকা ছাড়া কোন ব্যবসা হয়না এবং এলাকায় টাকা ধার দেয়ার মত তেমন কোন লোকও ছিলনা। যদিও দুই-এক জায়গায় ধার পাওয়া গেলেও তার বিনিময়ে জিনিস বন্ধকি রাখা কিংবা চড়া সুদ প্রদান করতে হতো। কিন্তু বন্ধক দেয়ার মত তাঁদের কিছুই নেই। অভাবের সংসারে কিঞ্চিৎ আলোর ঝলকানী হলেও বুক কেপে ওঠে দরিদ্র সংসারে সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তায়। অপরিবর্তিত সাংসারিক অবস্থার মাঝে ৫ (পাঁচ) বছর কেটে গেল। সংসার খরচ নিয়মিত বাড়লেও স্বামীর দিন মজুর কাজের তেমন কোন উন্নতি ঘটেনি।

যেভাবে শুরু সেই ২০০৫ সালের কথা। মোর্শেদা বেগম তাঁর এক দুরসর্ম্পকীয় জা এর মাধ্যমে জানতে পারেন যে, তাঁদের এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (আইসিডিএ) সহজ পদ্ধতিতে ঋণ প্রদান করে থাকে। বিষয়টি স্বামীকে অবহিত করলে স্বামী তাঁকে বিস্তারিত খোঁজ নিতে বলেন। বাড়ী থেকে অল্প দূরে ছিল সংস্থার বন্দর শাখা, বাবুগঞ্জের আওতাধীন মাধুরী মহিলা সমিতি। সমিতির সদস্য এবং মাঠকর্মতার মাধ্যমে সবকিছু জেনে বুঝে সংস্থা ও সমিতির সকল নিয়ম কানুন মেনে ১৩/০২/২০০৫ ইং তারিখে সমিতিতে ভর্তি হন এবং সংস্থার

নিয়ম মোতাবেক প্রথম দফায় ১০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে একটি গাভী ক্রয় করেন। দ্বিতীয় দফায়-১৫,০০০/- তৃতীয় দফায়-৩০,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। পরিধি সম্প্রসারণ করায় তাঁর নিয়মিত আয় বৃদ্ধি পায়। অভাবের সংসারে কিছুটা স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। এর পরে চতুর্থ দফায়-৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে এর সাথে নিজের পুঁজি যোগ করে তিনটি গাভী ক্রয় করেন। মোর্শেদা বেগমের প্রচন্ড ইচ্ছা শক্তি, দৃঢ় মনোবল ও স্বামীর সার্বিক সহযোগিতা নতুন একটি গাভীর খামার করার সাহস যোগায় । তাই তিনি উপায় খুঁজতে থাকে কিভাবে নতুন একটি গাভীর খামার করা যায়; এরই মধ্যে সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (আইসিডিএ) মাধ্যমে পরিচয় হয় বাবুগঞ্জ উপজেলার পশু অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তার সাথে। আলাপচারিতার মাধ্যমে জানতে পারেন যে গাভীর খামার প্রশিক্ষণের কথা। তাঁর পরামর্শ মোতাবেক স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে গাভীর খামারের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পুঁজির জন্য আর ভাবনা নেই কারণ তাঁর পাশে রয়েছে সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (আইসিডিএ)। শাখা ব্যবস্থাপক তাঁদেরকে সমিতির মাধ্যমে মাঠ কর্মকর্তার নিকট সভার দিনে ক্ষুদ্রউদ্যোগী ঋণের আওতায় তাঁদের চাহিদা মোতাবেক ১০০০০০/-টাকা ঋণ প্রস্তাব করার করার কথা বলেন। পরামর্শ মোতাবেক মোর্শেদা বেগম ১০০০০০/টাকা গ্রহণ করে গাভীর খামারের কাজ শুরু করেন। সেই থেকে তাঁর নতুনভাবে পথচলা শুরু হয় । তাঁকে আর পিছে ফিরে তাকাতে হয়নি। শুধুই সামনে এগিয়ে চলা। এর মাধ্যমে তিনি অনেক টাকা লাভ করে থাকেন। প্রতি দিন তার খামার থেকে ৪০ লিটার দুধ বিক্রি করেন এলাকার মানুষের কাছে। বাজারে চাহিদা দিন দিন বেড়ে যায়। এর পর তিনি আইসিডিএ থেকে ১২ দফায় ৯৫০০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। প্রতি মাসে তার নীট লাভ থাকে ২৮০০০/টাকা। বর্তমানে তার তিন ছেলে সন্তান আছে যার মধ্যে প্রথম ছেলে দশম শ্রেণিতে পড়, দ্বিতীয় ছেলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড় এবং তার কোল জুরে আছে ছোট ছেলে সন্তানটি। সকল ধরনের আসবাবপত্র দিয়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে ঘরকে সাজিয়েছেন। সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (আইসিডিএ) আর্থিক সহায়তা, পরামর্শ ও নিজের মেধা ও সাহসিকতার জন্য আজ তাঁর পক্ষে দারিদ্র্য নামক দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। সংসার খুব ভাল ভাবে চলছিল কিন্তু এর মধ্যে চলে আসে করোনার থাবা । করোনাকালীন সময় তার আর্থিকভাবে ক্ষতি হয়। বর্তমানে ক্ষতি কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করছেন। দেখে শুনে আজ তাঁর মনে হচ্ছে তাঁর মায়ের কথাই সত্য হয়েছে । কিন্তু তাঁর মা আজ আর বেঁচে নেই। পরিশেষে ইচ্ছা শক্তি, সততা ও সাহস থাকলে ব্যবসার মাধ্যমে আর্থিক অবস্থার উন্নতি করে পরিবারের সকলের জীবনমান বদলে দেয়া যায় মোর্শেদা বেগম তাঁর উজ্জল দৃষ্টান্ত।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি
ENRICH Program

পিকেএসএফ-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ন একটি কর্মসূচি হল ‘সমৃদ্ধি’ (দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি)। সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (আইসিডিএ)’র বাস্তবায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাইন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় ‘সমৃদ্ধি কর্মসূচি’ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইং থেকে মুলাদী উপজেলার কাজিরচর ইউনিয়নে কার্যক্রম চলমান আছে। কার্যক্রমের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ভিক্ষুক পূনর্বাসন, উন্নয়নে যুব সমাজের অংশগ্রহণে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ঋণ কার্যক্রমের আওতায় দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহ

- ✓ **শিক্ষা কার্যক্রম;**
- ✓ **স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম;**
- ✓ **সমাজ উন্নয়নমুলক কার্যক্রম;**
- ✓ **উদ্যোগ উন্নয়ন মুলক কার্যক্রম;**
- ✓ **ঋণ সেবা কার্যক্রম;**

১. শিক্ষা কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম বর্তমানে মুলাদী উপজেলার কাজিরচর ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশু শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণি পর্যন্ত বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ঝরে পড়া রোধের মাধ্যমে মেধার বিকাশ ঘটানো,

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন করা ও শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ; স্কুল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ভীতি দূর করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচীর আাওতায় শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

- বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র-৩৫টি;
- শিশু শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত পড়াশুনা করানো হয়;
- বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে ৯০০ জন শিক্ষার্থী চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ১২০০ জন (এক হাজার দুই শত) শিক্ষার্থী পাঠ দান করে তৃতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে;
- প্রতি মাসে অভিভাবক সভা আয়োজন করা হয়েছে এপর্যন্ত ১৮৯০টি;
- বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ওয়ার্ড এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ০৩টি বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়েছে;
- শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত শিক্ষকদের নিয়ে ৩টি ব্যাচে ১৩ দিনের ‘বিষয় ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ’ প্রদান করা হয়েছে।
  (৫ দিন+৫ দিন+৩দিন=১৩ দিন)।

২. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নের অধিবাসীদের বিশেষত: প্রান্তিক দরিদ্র এবং ঝুকিপূর্ণ নারী, শিশু ও বয়স্ক জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যান অবস্থার টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের শারীরিক ও মানসিক কল্যান সাধন করা। ফলে জনগনের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সেবায় জনগণের অভিগম্যতা বৃদ্ধি এবং সর্বপরি জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন অবস্থা যেমন রোগ প্রতিরোধ সচেতনতা, রোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসা গ্রহণ, গর্ভবর্তী, প্রসূতি ও শিশুদের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা, হাসপাতালে প্রসব করানো, মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হ্রাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম:

- স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রয় হয়েছে ৮৬৯৯ টি। স্বাস্থ্য কার্ড-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়;
- ডায়াবেটিস রোগীর পরীক্ষা করা হয়েছে-সেবা গ্রহীতা ৪৫০৮ জন;
- রক্তের গ্রুপ নির্নয় করা হয়েছে ৫০০ জন;
- স্বাস্থ্য পরিদর্শক কর্তৃক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত বৈঠক করা হয়েছে ৩১২৩ টি, অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৩৭৪৭৬ জন;
- স্টাটিক ক্লিনিক আয়োজন ২৭৪৭ টি (সেবা গ্রহীতা ১৯৮৭১ জন);
- স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন-৪৭০টি, স্যাটেলাইট ক্লিনিকে এম.বি.বি.এস ডাক্তার কর্তৃক চিকিৎসা প্রদান করা হয় (সেবা গ্রহীতা ১৫১৯৫ জন);
- সাধারন স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে ২১টি;

- বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে ০৬টি, ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক চিকিৎসা প্রদান করা হয় (সেবা গ্রহীতা ১৪০৭ জন);
- বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন (সেবা গ্রহীতা ১৭৪ জন);
- গর্ভবতী মা ও প্রসুতি মা, নবজাতক শিশু ও অপুষ্টি শিশুসহ সকল সেবা গ্রহীতাদের মাঝে বিনামুল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়;
  - ✓ আয়রন ফলক এসিড বিতরণ করা হয় ৫৭৬৮০ টি;
  - ✓ ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট বিতরণ করা হয় ২৭০০০ টি;
  - ✓ পুষ্টিকনা ঔষধ বিতরণ করা হয় ১৯১৫০টি;
  - ✓ কৃমিনাষক ঔষধ বিতরণ করা হয় ৫৬০৫০টি;

৩. সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যত হল যুব সমাজ। সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি সমৃদ্ধি নির্ভর করে তরুন সমাজের উপর। আজকের যুবরাই পরিচালনা করবে আগামী কালের সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতীকে। তাই "উন্নয়নে যুব সমাজ" কার্যক্রমের নীতিমালা অনুসারে প্রতিটি ওয়ার্ডে নারী পুরুষের সমন্বয়ে ২২ সদস্য বিশিষ্ট একটি যুব কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে কাজিরচরে মোট ৯টি যুব কমিটি রয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি রয়েছে। এলাকার গণ্যমান্য, মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্য ব্যাক্তিদের নিয়ে ১১সদস্য বিশিষ্ট একটি ওয়ার্ড কমিটি রয়েছে। দুই মাস পরপর তাদের নিয়ে সভা করা হয় । সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচীর আাওতায় বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম:

- উন্নয়নে যুব সমাজের অংশগ্রহণে যুব সমাজের আত্ম-উপলব্দি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ শীর্ষক একটি ডিজিটাল ভিডিও প্রদর্শন ভিত্তিক ১৩টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় (প্রতিটি প্রশিক্ষণ ২ দিন ব্যাপি ছিলো);
- প্রশিক্ষণে ১৩টি ব্যাচে অংশগ্রহনকারী ছিলো ৩৯০ জন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ২জন;
- যুব কমিটির সভা ২১৮টি, ওয়ার্ড কমিটির সভা ২১২টি, ইউনিয়ন পর্যায়ে যুব কমিটির ষান্মাষিক সভা ৫টি, ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়ার্ড কমিটির ষান্মাষিক সভা ৫টি অনুষ্ঠিত হয়;
- দিবস পালন: জাতীয় যুব দিবস ২টি, জাতীয় জামাজিক সেবা দিবস ২টি, মা দিবস ২টি, বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২টি
- এছারাও মানবাধিবার দিবস, বেগম রোকেয়া দিবস, বিজয় দিবস, ২১ শে ফেব্রুয়ারী, স্বাধীনতা দিবস, আর্ন্তজাতিক নারী দিবস, কন্যা শিশু-দিবস ইত্যাদি পালন করা হয়।

যুব সদস্যদের সমাজ উন্নয়ন মুলক কাজ:

- বৃক্ষ রোপন: পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডে সমৃদ্ধি কেন্দ্রের পার্শ্বে ঔষধী, ফুলের ও ফলের গাছ রোপন করা হয়। ৯টি ওয়ার্ডের যুব সদস্যরা তাদের নিজ নিজ বাড়িতে বৃক্ষ রোপন করেন।
- ৭নং ওয়ার্ড চরকমিশনার চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে যুব সদস্য, শিক্ষক, স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং কাজিরচর শাখার অফিস স্টাফদের অংশগ্রহণে বজ্রপাতের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাল বীজ রোপন করা হয় ৪২০টি।

সমৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন

- ১৯টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পাকা ল্যাট্রিন নির্মাণে সহায়তা প্রদান,
- ৬টি কাঠের পোল/বাঁশের সাঁকো ও রিং কালভার্ট নির্মাণ,
- ইউনিয়নকে ভিক্ষুকমুক্ত রাখতে ৬জন ভিক্ষুককে পূনর্বাসন করা হয়। তাদেরকে অবস্থার পরিপেক্ষিতে বাছুরসহ গরু, মটর চালিত ভ্যান, চায়ের দোকান দিয়ে দেয়া হয়।
- পারিবারিক ল্যাট্রিন বিতরণ ৪০০টি,
- ৮টি সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘর নির্মাণ ও আসবাবপত্র বিতরন,
- সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘরে পাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ ৮টি,
- সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘরে গভীর নলকূপ স্থাপন ৮টি,
- গভীর নলকূপ পার্শ্বে প্লাটফর্ম নির্মান ৮টি,

৪. উদ্যোগ উন্নয়ন কার্যক্রম

- কাজিরচর শাখায় ২০টি সমৃদ্ধি বাড়ি তৈরী করা হয়, প্রতিটি বাড়িতে ৫টি করে ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছ বিতরণ করা হয়।
- শাক সবজি চাষ, মৎস চাষ, গরু মোটাতাজা করণ, হাঁস-মুরগী পালন, উন্নত পদ্ধতিতে ছাগল পালন বিষয়ক আয় বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ-১৪টি- উপস্থিতির সংখ্যা-৩৪১ জন।

৫. অন্যান্য কার্যক্রম

মালয়শিয়ান সরকারের সেচ্ছাসেবী সংগঠনের ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল মাইক্রোপ-এর অর্থায়নে সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা আইসিডিএ-এর সহযোগিতায় কাজিরচর শাখা, মুলাদীতে যাত্রী ছাউনী, পানির ট্যাংক,

সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর রং এবং আর্ট করা ইত্যাদি উন্নয়নমুলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। কার্যক্রম সম্পন্ন হলে মালয়শিয়ান মাইক্রোপ-এর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তা জনাব আজমিন বিন সিদিক এবং সেক্রেটারিয়ান সফিউদ্দিন বিন সামাহ তা উদ্বোধন করেন। সে সময় উপস্থিত ছিলেন আইসিডিএ-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব আনোয়ার জাহিদ, নিবাহী পরিচালক মিসেস সালমা খান, উপ-নির্বাহী পরিচালক কাজী নওশাদ রাসেল প্রমুখ।

বাস্তবায়িক কার্যক্রমঃ

- ২নং ওয়ার্ড কাজিরচর খাশেরহাট (আদর্শ গ্রাম) দুস্থ্য মানুষের পানীর অভাব দূরীকরণের লক্ষ্যে ৬০টি পরিবারের মাঝে ৫হাজার লিটার পানির ট্যাংক নির্মান করা হয়।
- ৮নং ওয়ার্ড বাহাদুরপুর পথযাত্রীদের চলাচলের-এর সুবিধার্থে একটি যাত্রীছাউনী নির্মান করেন। রাত্রীবেলা জনগনের চলাচলের সুবিধার্থে ইউনিয়ন পরিষদের একটি সৌরবিদ্যুৎ দেয়া হয়।
- সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪টি সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘরে রং করা হয় এবং বিভিন্ন বর্ণমালা লেখা হয়।
- ৫টি বকৌলিন শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে খাতা, পেনসিল বক্স, স্কেল, ইরেজার প্রদান করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র অগ্রগতি প্রতিবেদন জুন ২০২০

গ্রামের সংখ্যা	খানা সংখ্যা	জন সংখ্যা	ইউনিয়ন সমন্বয়কারী	স্বাস্থ্য সহকারী	স্বাস্থ্য সেবিকা	সুপারভাইজার (শিক্ষা)	শিক্ষিকা	নারী	পুরুষ	মোট
১৫	৫৩৭৬	২৩৮৮৬	০১	০২	১১	০১	৩৫	৩৪	০১	৪৯

সার্বিক কর্মকান্ডের তথ্য:					
ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিবরণ	ইউনিট	২০১৯-২০ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা	চলতি বছর অর্জন	ক্রম পুঞ্জিভুত অর্জন
ক.	**স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য:**				
১.	স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রি	সংখ্যা	৩২২৬	১৭৫৩	৮১৭৬
২.	স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন	সংখ্যা	৩৮৪	৩৭৪	২৭৪৭
৩.	স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী	জন	৩৮৪০	৩৪৫৫	১৮৫২০
৪.	স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন	সংখ্যা	৯৬	৬০	৪৭০
৫.	স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী	জন	২৪০০	২০৫২	১৫১৯৫
৬.	সাধারণ স্বাস্থ্য-ক্যাম্প আয়োজন	সংখ্যা	০৪	০২	২১
৭.	সাধারণ স্বাস্থ্য-ক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারী	জন	৬০০	৩১৪	৩২৩৫
৮.	চক্ষু-ক্যাম্প আয়োজন	সংখ্যা	০১	০১	০৬
৯.	চক্ষু-ক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারী	জন	১৫০	২২৬	১৪০৭
১০.	স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা আয়োজন	সংখ্যা	৫১৬	৪২৯	৩১২৩
১১.	ডায়াবেটিকস্ পরীক্ষা করা হয়েছে	জন	০০	৯০৩	৪১৭৪
১২.	স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত লিফলেট/পোষ্টার বিতরণ	সংখ্যা	০০	০০	৩৫০
১৩.	বন্ধুচুলা আছে (খানা)	সংখ্যা	০০	৭৫	৭৮৮
১৪.	সোলার সিস্টেম আছে (খানা)	সংখ্যা	০০	৪৭	৯০১
খ.	**শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য:**				
১.	শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনকৃত গ্রাম সংখ্যা	সংখ্যা	০০	১৫	১৫
২.	চলমান শিক্ষাকেন্দ্র	সংখ্যা	৩৫	৩৫	৩৫
৩.	বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী — ছাত্র	জন	৫২৫	৪৪২	৯৪০
	বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী — ছাত্রী	জন	৫২৫	৪৯৮	
৪.	মাসিক গড় উপস্থিতি	জন	৯০	৮৮	৮৮
৫.	অভিভাবক সভা আয়োজন	সংখ্যা	৪২০	৩১৫	১২৫৮
গ.	**ঋণ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য:**				
১.	ঋণ বিতরণ (সকল ঋণ)	জন	৩৯৬	২৮২	১০২৯
		টাকা (লক্ষ)	২৬৯০০০০০	১৫৮৬০০০০	৫৭৯২৫০০০
২.	ঋণস্থিতি (সকল ঋণ)	জন	৩১১	৮৫	৩৬৬
		টাকা (লক্ষ)	৭৫০০০০০	-৭৬০৬৮১	১২৫৪৪৭০৮
৩.	সঞ্চয়স্থিতি (সকল)	জন	৬২৪	১৪৪	৪৮৫
		টাকা (লক্ষ)	১৬৭৫০০০	৪৬১৮৬৫	৪০৬৯১৩৭

সিজেআরএফ প্রকল্প

Climate Justice Resilience (CJRF Project)

প্রকল্পের লক্ষ্য:

সভা, সেমিনারের মাধ্যমে জনগণকে উদ্ভোদ্ধ করা ও বেঁড়িবাধ নির্মাণে আরো স্বচ্ছতা আনয়ন করা এবং এসব সভা সেমিনারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুত জনগণের কল্যাণ সাধন করা। সভা সেমিনারের মাধ্যমে জেলেদের জীবনমান নিয়ে সচেতন করা এবং তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্ব বিকাশ এবং অধিপরামর্শের মাধ্যমে জলবায়ুর প্রভাব থেকে উপকূলীয় জনগণ ও জমিকে রক্ষা করা।

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	প্রত্যক্ষ উপকারভোগী	পরোক্ষ উপকারভোগী	মন্তব্য
১.	জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও টেকসই নিরাপত্তায় প্রয়োজন পানি উন্নয়ন বোর্ডের আধুনিকায়ন	২৫	১০০০	
২.	জলবায়ু পরিবর্তনে সক্ষমতা অর্জনে উপকূলীয় অঞ্চলের বিপদাপন্ন ক্ষুদ্র মৎসজীবী সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ	২৫	৮০০	
৩.	দূর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনীত অভ্যন্তরিন বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্রে প্রয়োজন স্থানীয় অবস্থার প্রতিফলন	২৫	১০০০	

জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও টেকসই নিরাপত্তায় প্রয়োজন পানি উন্নয়ন বোর্ডের আধুনিকায়ন” শীর্ষক সেমিনার

গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বরিশালে “জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও টেকসই নিরাপত্তায় প্রয়োজন পানি উন্নয়ন বোর্ডের আধুনিকায়ন” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশালের জেলা প্রশাসক জনাব এস. এম. অজিয়র রহমান। উন্নয়ন সংগঠক আইসিডিএ’র

প্রধান উপদেষ্টা আনোয়ার জাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মোশারেফ হোসেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বরিশাল সদর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ, জনাব কামাল হোসেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি প্রমুখ।
সেমিনারে বক্তারা বলেন বন্যা থেকে রক্ষার জন্য, দুর্যোগ থেকে পরিত্রানের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের আধুনিকায়ন খুবই জরুরী। আমাদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাজের সাথে জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের অংশগ্রহণে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার করতে হবে।
প্রতি বছর বন্যায় ব্যাপক ফসলহানী ঘটে, বেরিবাঁধ নির্মাণের কারণে তা হয় না। আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে হবে। অন্যের ত্রুটি ধরার জন্য নয়। নিজেদের উন্নয়নের জন্যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আধুনিকায়ন চাই। আমাদের দেশে যে স্লুইজগেট তা নদীমুখ থেকে ছোট হওয়ায় পরবর্তীতে পলি জমে পরিত্যাক্ত হয়। আমাদের একসময়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা নদী ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের নদীগুলো মরে যাচ্ছে। সরকারের নির্দেশনা রয়েছে যারা পরিবেশ নিয়ে কাজ করে, সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে তাদের সমন্বিতভাবে একযোগে পরিবেশ রক্ষায় জলবায়ূ বিপর্যয় রোধে একসাথে কাজ করতে হবে। নদী শাসনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে যত্নশীল হতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য নিয়ে জলবায়ূ বিপর্যয় রোধে কাজ করতে হবে।
আমাদের এ অঞ্চলে বড় ইস্যু হচ্ছে নদী ভাঙ্গন। প্রতিনিয়ত নদী ভাঙছে। নদীর ভাঙ্গন রোধ করার জন্য যে

অর্থায়ন প্রয়োজন তা পর্যাপ্ত নয়। সরকার বাংলাদেশের জনগণের টাকায় অর্থাৎ প্রাপ্ত ট্যাক্সে কাজ করে। এক্ষেত্রে বন্যার আঘাত বা প্রকোপ মোকাবেলায় নদী তীরবর্তী মানুষকে আরও বেশি সচেতন হতে হবে।

দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্রে প্রয়োজন স্থানীয় অবস্থার প্রতিফলন সেমিনার

বিগত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ বরিশালে অনুষ্ঠিত হয় **দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্রে প্রয়োজন স্থানীয় অবস্থার প্রতিফলন”** শীর্ষক সেমিনার। সেমিনারে বক্তারা বলেন বলেন কীর্তনখোলা নদী পাড় রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় বেরিবাঁধ নির্মাণসহ নাব্যতা রক্ষায় যথাযথ ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। মেহেন্দীগঞ্জের ভাঙ্গন রক্ষায় পরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণসহ খাস জমি প্রাপ্তিতে নদী ভাঙণীদের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। আমাদের সকলকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন ও রহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা। এর সাথে দুর্নীতিও যুক্ত হয়েছে। আমাদের পরিবেশ বিপর্যয় রোধে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। পরিবেশ বিধ্বংসী কোন কর্মকান্ড পরিচালনা থেকে বিরত

থাকতে হবে। বাস্তুচ্যুত মানুষদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাস জমি বন্টন ও বাসস্থান নির্মাণে সহযোগিতা করতে হবে।

জলবায়ু প্রভাবে ভাটির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন। উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ১কোটি ৩৫ লাখ মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের এডাপটেশন কৌশল জানতে হবে। জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনে সক্ষমতা অর্জনে উপকূলীয় অঞ্চলের বিপদাপন্ন ক্ষুদ্র-মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ শীর্ষক সেমিনার

বিগত ২৪ অক্টোবর ২০১৯ বরিশালে “জলবায়ু পরিবর্তনে সক্ষমতা অর্জনে উপকূলীয় অঞ্চলের বিপদাপন্ন ক্ষুদ্র-মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বক্তারা বলেন বাংলাদেশের জেলেরা অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে। জলবায়ু প্রভাবে নদী ভাঙনের শিকার এই জনগোষ্ঠির অনেকে কমপক্ষে ৭-৮ বার বাসস্থান পরিবর্তন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবেলায় জেলেদের বিকল্প পেশা নির্ধারণের সময় এসেছে। স্থানীয় নিয়ম নীতি মেনে জেলেদের মৎস্য শিকার করা উচিৎ। সমন্বিতভাবে সরকারী-বেসরকারী প্রশাসনের সাথে মৎস্যজীবীদের যোগাযোগ রক্ষা প্রয়োজন। জলবায়ু বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে ফিশারিজ এর উপর কি প্রভাব পড়বে তা নির্ধারণ করে প্রকল্প গ্রহণ করা উচিৎ। সরকারের পাশাপাশি আমাদের উপরও অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। অবৈধ কারেন্ট জাল ব্যবহার করা উচিৎ নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আমাদের প্রধান মৎস্য সম্পদ ইলিশ নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তন এর এই সময়ে কৃষি ক্ষেত্রের মত মৎস্য সেক্টরে নতুন প্রযুক্তি আনতে হবে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে হবে। বরিশাল অঞ্চলে একশত ষাট থেকে একশত সত্তর প্রজাতির দেশীয় মাছ পাওয়া যায়। যা এখন বিলুপ্তির পথে। সে কারণে নদীর জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশের সমুদ্র জলসীমা জয় এক ধরণের অর্জন। এই অর্জনকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে মৎস্য সেক্টরে টেকসই উন্নয়ন করতে হবে। এই সেক্টরকে টেকসই ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া যথাযথভাবে করতে হবে। জেলেদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্বের প্রায় ৭৫ভাগ ইলিশ বাংলাদেশ উৎপাদন করে।

আমরা মাছে-ভাতে বাঙালী। একসময় যেখানে পানি, সেখানেই মাছ পাওয়া যেত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মাছ তার নির্ধারিত স্থান ত্যাগ করেছে। নদী সম্পদ যেমনি আমাদের তেমনি মৎস্য সম্পদও আমাদের। সেকারণে প্রচলিত আইন মানা উচিৎ।

ডা. সৈয়দ হাবিবুর রহমান কল্যাণ ট্রাস্ট

ডা. সৈয়দ হাবিবুর রহমান জনকল্যাণ ট্রাস্ট দারিদ্র বিমোচনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বে-সরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থি সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জামানত বিহীন সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। সে অনুযায়ী বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (আইসিডিএ) কে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করেন। নিম্নে সার্বিক তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

কর্ম এলাকা সংক্রান্ত তথ্য ঃ		
শাখার সংখ্যা		০১
গ্রাম সংখ্যা		সিটি কর্পোঃ ১০ টি ওয়ার্ড
ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্য ঃ		
এ পর্যন্ত সদস্য ভর্তি		৮১
এ পর্যন্ত সদস্য বাতিল		৫৮
বর্তমান সদস্য সংখ্যা		২৩
সঞ্চয় স্থিতি		১৪৩৯৭৩
এ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ	জন	১৪৮
	টাকা	৪১৬৬০০০
এ পর্যন্ত পূর্ণ পরিশোধ	জন	১২৪
	টাকা	৩৩০৯০০০
এ পর্যন্ত ঋণ আদায় (আসল)	জন	১৪৮
	টাকা	৩৯৪৬২৯৭
এ পর্যন্ত সার্ভিস চার্জ আদায়	**জন**	**১৪৮**
	টাকা	**২৯২৬৩৭**
বর্তমান ঋণস্থিতি	**জন**	**১৮**
	টাকা	**২১৯৭০৩**
বকেয়া সংক্রান্ত তথ্য	জন	১০
	টাকা	৭০২০৮
বকেয়া ঋণীদের ঋণ স্থিতি	টাকা	৭০২০৮
বকেয়া ঋণীদের সঞ্চয় স্থিতি	টাকা	৩১৮৯
মেয়াদ উত্তীর্ন ঋণ স্থিতি সংক্রান্ত তথ্য	জন	০৯
	টাকা	৭০২০৮
ব্যয় অতিরিক্ত আয়	**টাকা**	**৮১৭৮**
ব্যাংক স্থিতি	**টাকা**	**২৪৪৬৯০**

করোনা কালীন সময়ে সহায়তা প্রদান

বিশ্বের গতিধারাকে থামিয়ে দিয়েছে এক মহামারী করোনা (কোভিড-১৯) ভাইরাস। চিরচেনা রুপে নেই পৃথিবী। দেশ থেকে দেশে এই মহামারী ভাইরাস প্রতিরোধে নেয়া হয়েছে যুগোপযোগী পরিকল্পনা। তারই ধারাবাহিকতায়

আমাদের দেশেও ছিলো লকডাউন, সচেতনামুলক দিকনির্দেশনা। আর এই মহামারী ভাইরাসের কারণে জনজীবন ছিলো দুর্বিসহ। এসময় সরকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের পাশে ছিলো সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (আইসিডিএ)। জনসচেতনার পাশাপাশি বিভিন্নভাবে আর্থিক সহযোগিতা করেছে সংস্থাটি। এক্ষেত্রে আইসিডিএ কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মীদের দুই দিনের বেতন প্রধানমন্ত্রীদের তহবিলে জমাদান করেন। করোনা ও ঘূর্ণিঝর আম্পান মোকাবেলায় বরিশাল জেলা প্রশাসনের ত্রান তহবিলে সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মীদের ১দিনের বেতন ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার চেক প্রদান করা হয়। এসময় উপহার হিসেবে বঙ্গবন্ধু জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সংস্থার তৈরিকৃত বাংলা বর্ষপঞ্জি ১৪২৭ প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য যে, শাখা পর্যায়ে ঋণ সেবা গ্রহণকারী ২২৫টি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিত্য প্রয়োজনীয় চাল, ডাল, আলু, সাবান, মাস্ক বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা-কর্মীদের পিপিই, মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রদান করা হয়।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল

সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত বা দেশে বিদেশে সংস্থার কিছু শুভাকাংখি ও সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মীদের আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে আইসিডিএ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল তৈরি করা হয়। যে তহবিলের অর্থ প্রান্তিক জনগোষ্ঠি মানুষের সহায়তার জন্য ব্যয় করা হয়। এই তহবিলের অর্থ দিয়ে এ পর্যন্ত ১৭ জন দরিদ্র মানুকে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। এক্ষেত্রে নগদ কোন অর্থ প্রদান করা হয়নি। কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যেকের চাহিদানুযায়ী পরবর্তীতে আয়ের বিষয়টি বিচেনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রদান করা হয়। উক্ত সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব আলমামুন তালুকদার, সংস্থার সভাপতি মিসেস রাবেয়া খাতুন, সহ-সভাপতি মো: নুরুল ইসলাম, প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ও বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা জনাব আনোয়ার জাহিদ, নির্বাহী পরিচালক সালমা খান প্রমুখ।

বৃত্তি প্রদান

সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (আইসিডিএ)'র আয়োজনে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র অর্থায়নে ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৪ জন দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশালের সম্মানীত জেলা প্রশাসক জনাব এস. এম. অজিয়র রহমান। শিক্ষার্থীদের প্রতিজনকে ১২,০০০ টাকা হিসেবে মোট ১,৬৮,০০০ টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। যেহেতু মহামারী করোনার মোকাবেলার মাঝেই এই বৃত্তি প্রদান করা হয় তাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষার্থীদের জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ ও আইসিডিএ'র মিলনায়তনে পর্যায়ক্রমে এই বৃত্তির চেক হস্তান্তর করা হয়।

দিবস পালন

সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (আইসিডিএ) নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন দিবস পালন করে থাকে। যেমন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, দারিদ্র্য বিমোচন দিবস, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, রোকেয়া দিবস, বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ইত্যাদি।

সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থার (আইসিডিএ)

শিক্ষক ভবন, ফকিরবাড়ি রোড, বরিশাল।

বাজেট ২০২০-২০২১

মূলধনী

প্রাপ্তি		পরিশাধ	
প্রারম্ভীক স্থিতি	২০৯০৯৬২২	ঋণ বিতরণ	২৯০৩৭৯০০০
ঋণ আদায়	২১৩৬৯২৯৫৭	ঋণ পরিশাধ (PKSF)	৫১২৫৯০০০
ঋণ গ্রহণ (PKSF)	১১২৭৩১১৯২	সঞ্চয় ফেরৎ	১৯২৭২৩০০
সঞ্চয় আদায়	২৮৯৯৭৭০০	সম্পদ	৩৭০০০০
অবচয় সঞ্চিতি	৫১৮৮২২	**উদ্বৃত্ত (ক)**	**১৫৫৬৯৯৯৩**
মোট ঃ	**৩৭৬৮৫০২৯৩**	**মোট ঃ**	**৩৭৬৮৫০২৯৩**

রাজস্ব

আয় খাত		ব্যয় খাত	
সাভিস চার্জ প্রাপ্ত	২৬১৪৪৪৭৭	বেতন ভাতা	১৪০০৪৫২০
ফরম এন্ড পাশবই	১৪৭৩৫৫	অফিস ভাড়া	১০০২০০০
ব্যাংক মুনাফা	৩১০০০	যাতায়াত	২৫২৬৫০
ব্যাংক মুনাফা (FDR)	৩১৩৪০০	আপ্যায়ন	৯০৪০০
সদস্য চাঁদা (আইসিডিএ)	০	ছাপা-মনোহরী	২৮০৯০০
অবলোপনকৃত ঋণ আদায়	৭৬০০০	প্রশিক্ষন	৪৬০০০
বিবিধ	৫১৫৫০০	বিদ্যুৎ বিল	১৫৭১০০
	০	ডাক ও তার	৯৫৩০০
	০	ব্যাংক চার্জ	৫৭৯৮২
	০	মেরামত ও সংরক্ষণ	১৪৭৩০০
	০	ফাউন্ডেশনকে সাঃ চার্জ প্রদান	২৯৭৯০২৪
	০	অডিট ফি	৩৫০০০
	০	জ্বালানী-তৈল	১১০৫০০
	০	সনদ প্রাপ্তি ফি	৪০০০০
	০	স্ট্যাম্প রেভেনিউ	১৩০০০
	০	ডিএ (ব্রাঞ্চ ভিজিট)	৬০০০০
	০	সফটওয়্যার খরচ	২৪০০০০
	০	ভ্যাট ও ট্যাক্স	৫৫২১৫০
	০	আইন খরচ	৫৩৫০০
	০	জাতীয় দিবস উদযাপন	৩৭০০০
	০	সদস্য চাঁদা	২০০০০
	০	এজিএম	০
	০	গ্রুপ সঞ্চয়ের সুদ	২৫০৪১৮৮
	০	অবচয়	৫১৮৮২২
	০	অনুদান	২০০০০
	০	বিবিধ	২৩২৭০০
	০	LLPE	৯৯৫২২২
	০	**উদ্বৃত্ত (খ)**	**২৬৮২৪৭৪**
মোট ঃ	**২৭২২৭৭৩২**	**মোট ঃ**	**২৭২২৭৭৩২**

নীট উদ্বৃত্ত (ক+খ) ১৫৫৬৯৯৯৩ + ২৬৮২৪৭৪ = ১৮২৫২৪৬৭

(লক্ষন চন্দ্র মুনসী)
পরিচালক, আর্থিক সেবা (কার্যক্রম)

(কাজী নওশাদ রাসেল)
উপ-নির্বাহী পরিচালক

(সালমা খান)
নির্বাহী পরিচালক

Consolidated Income Statement [POMIS-4]

Financial Year : 2019-2020

Particular	This Month (01-06-2020 To 30-06-2020)	This Year (01-07-2019 To 30-06-2020)	Cumulative Amount
EXPENSE			
FINANCIAL EXPENSE	1,169,039	5,466,797	50,568,585
SERVICE CHARGE PAID TO PKSF	611,418	3,145,920	30,826,491
INTEREST ON GROUP SAVINGS (MANDATORY)	524,395	2,133,946	18,812,525
INTEREST ON GROUP SAVINGS (VOLUNTARY)	33,226	186,931	929,569
SALARY & ALLOWANCE	2,129,887	12,739,063	115,907,922
SALARY & ALLOWANCE	2,129,887	12,739,063	115,907,922
Staff Salary & Allowance	2,129,887	12,739,063	115,907,922
OPERATING COST	1,603,040	6,216,554	55,857,542
OPERATING COST	1,591,820	6,143,752	54,458,752
Assist for SIDR Effected people	-	-	420,339
Assist for Sunami Effected people	-	-	10,000
Temporary Loan Service Charge	2,767	2,767	136,730
Bank Charge (FDR)	-	-	325
MFTS Project Expense	-	-	48,908
Organization Skilled Development	-	-	16,025
Project Proposal	-	-	3,439
Stipend	-	-	1,500
Bank Charge (DMF)	-	-	9,423
Bank Charge (LLP)	366	737	23,951
AGM Expense	-	-	261,231
Member Subscription	-	-	37,230
National Day Celebration	-	37,310	132,729
Day Allowance	1,340	30,250	354,583
Printing & Stationery	92,856	297,680	3,774,696
Fuel & Lubricant	5,452	65,047	267,553
Office Rent	296,000	996,000	9,266,726
Postage & Telephone	7,885	91,165	976,780
Electricity Bill	29,151	117,298	1,304,667
Entertainment Cost	1,540	51,586	813,523
Repair & Maintenance Cost	600	84,205	908,880
TAX	80,928	357,811	1,755,630
Audit & Professional Fee	27,000	27,000	368,950
Staff Training	-	-	2,261,715
Software Cost	85,000	216,000	1,686,010
LLPE	-	1,840,339	15,684,204
DMFE	-	-	1,459,952
DFE	538,883	538,883	4,110,281
Legal Expense	8,200	9,700	219,875
Traveling & Conveyance Cost	16,280	173,676	2,238,522
Registration Fee	-	31,216	111,216
Revenue Stamp Cost	-	5,510	109,726
Miscellaneous Expense	25,686	339,337	1,482,278
Enrich Program Expenses	296,806	642,160	3,306,819
Donation Payment	-	-	236,000
VAT	75,080	188,075	658,336
BANK CHARGE	11,220	72,802	1,398,790
Bank Charge	11,220	72,802	1,398,790
TOTAL EXPENSE	4,901,966	24,422,414	222,334,049
SURPLUS/DEFICIT	-3,577,650	-1,877,236	12,683,494

Particular	This Month (01-06-2020 To 30-06-2020)	This Year (01-07-2019 To 30-06-2020)	Cumulative Amount
INCOME			
GENERAL INCOME	1,080,019	21,806,501	213,776,472
MEMBER LOAN SERVICE CHARGE	1,080,019	21,806,501	213,776,472
Asset Creation Service Charge from Member Loan	382	28,639	144,034
Livelihood Improvement Service Charge from Member Loan	482	15,900	57,902
Sustainable IGA Service Charge from Member Loan	129,179	2,657,698	8,889,575
Sufolon Service Charge from Member Loan	42,336	462,701	1,870,733
EFRRAP Service Charge from Member Loan	-	84	38,858
RESCUE Service Charge from Member Loan	-	996	885,441
SAHOS Service Charge from Member Loan	-	-	119,237
LRP Service Charge from Member Loan	-	66	224,121
Jagoron Service Charge from Member Loan	637,387	12,755,496	85,723,111
Agrosor Service Charge from Member Loan	270,253	5,883,423	59,895,885
MFTSP Service Charge from Member Loan	-	1,499	55,927,577
OTHERS INCOME	244,297	738,677	19,573,188
WRITTEN OFF LOAN RECOVERY	-	9,679	157,719
Written off Loan Recovery (MFTSP)	-	9,679	157,719
BANK INTEREST	12,743	30,810	1,593,677
Bank Interest (DMFI)	-	-	71,524
Bank Interest (LLPI)	211	471	126,889
General Bank Interest	12,532	30,339	1,395,264
OTHER INCOME	27,493	332,002	10,958,345
Donation Received for SIDR Effected People	-	-	20,339
Donation from PKSF	-	-	4,179,007
Preliminary Deposit	-	-	4,200
Enrich Program Income (Health)	26,300	209,835	992,017
Member Admission Fee	50	20,960	160,180
Form & Pass Book Sale	465	57,560	2,309,803
Donation Received	-	-	927,839
Subscription from ICDA Members	-	4,440	81,650
Miscellaneous Income	678	39,207	2,283,310
INTEREST-FDR	204,061	366,186	6,863,447
Bank Interest-FDR (DMF)	-	-	147,677
Bank Interest-FDR (Reserve Fund)	60,698	66,698	281,326
Bank Interest-FDR (Savings)	143,363	299,488	6,434,444
TOTAL INCOME	1,324,316	22,545,178	233,349,660
Prior Year adjustment	-	-	1,667,883

Consolidated Balance Sheet Report [POMIS-5]

Reporting Date : 30-06-2020
Branch Name : All (With Headoffice)
Fund : Palli Karmo Sahayok Foundation (PKSF)

Particular	Previous Year (30-06-2019)	Current Year (30-06-2020)
LIABILITIES & EQUITY		
CURRENT LIABILITY MEMBER SAVINGS	**40,891,494**	**46,945,615**
GENERAL SAVINGS	**36,958,322**	**42,318,641**
SPECIAL SAVINGS	**3,933,172**	**4,626,974**
PKSF DONATION	-	**318,213**
DONATION FROM PKSF	-	**318,213**
Enrich Program Fund (Donation)	-	150,213
PKSF Donation for Scholarship	-	168,000
LONG TERM LIABILITY (PKSF)	**69,737,498**	**67,870,831**
LOAN FROM PKSF	**69,737,498**	**67,870,831**
OTHERS LIABILITY	**23,051,601**	**29,207,827**
PROVISION FOR GROUP SAVINGS INTEREST	**49,231**	-
OTHERS LIABILITY	**20,635,369**	**23,098,809**
Member Welfare Fund	6,860,131	7,870,277
Loan Loss Provision Fund	9,254,699	9,899,138
Depreciation Fund	3,207,547	3,746,430
Provision for Expenses	1,312,991	1,582,964
OTHERS FUND	**2,276,181**	**5,986,073**
Temporary Loan	-	3,287,000
Preliminary Deposit	1,000	1,000
Staff welfare Fund (SWF)	143,973	193,517
Contributory Provident Fund (CPF)	2,131,208	2,504,556
INACTIVE MEMBER SAVINGS	**90,820**	**122,945**
Inactive Member Saving	90,820	122,945
EQUITY/CAPITAL FUND		
CAPITAL FUND		
RETAINED SURPLUS/DEFICIT		
Retained Surplus/Deficit	8,328,978	13,730,488
ADJUSTMENT		
Prior Year adjustment	2,156,619	-488,736
RESERVE FUND		
Reserve Fund	1,504,945	1,318,978
Surplus/Deficit from Income Statement	3,058,924	-1,877,236
TOTAL EQUITY/CAPITAL FUND	**15,049,466**	**12,683,494**
TOTAL LIABILITIES & EQUITY	**148,730,059**	**157,025,981**

Particular	Previous Year (30-06-2019)	Current Year (30-06-2020)
ASSET		
FIXET ASSET	**8,794,839**	**8,868,995**
LAND & DEVELOPMENT;	**3,495,109**	**3,495,109**
Land	2,476,960	2,476,960
Building & Structure	1,018,149	1,018,149
FURNITURE & FIXTURE	**684,414**	**718,921**
Furniture	684,414	718,921
OFFICE EQUIPMENT	**310,324**	**348,473**
Office Equipment	310,324	348,473
VEHICLE	**2,621,000**	**2,621,000**
Microbus	2,570,000	2,570,000
Vehicle Eqipment	51,000	51,000
ELECTRONIC EQUIPMENT	**1,373,992**	**1,375,492**
Mobile Phone	33,242	33,242
Camera	58,012	58,012
Computer	1,033,388	1,033,388
Television	105,000	105,000
Refrigerator	130,500	130,500
Electricity Fan	13,850	15,350
OTHERS FIXED ASSETS	**310,000**	**310,000**
Software	310,000	310,000
CURRENT ASSET	**138,419,176**	**146,522,204**
INVESTMENT	**7,782,442**	**934,863**
FDR-Savings	4,200,000	-
FDR-CPF	975,000	600,000
FDR- Reserve Fund	1,700,000	-
LLPI-Account	18,880	18,614
Staff welfare Fund Investment (SWFI) A/C	143,973	193,517
Contributory Provident Fund Investment (CPFI) A/C	744,589	122,732
MEMBERS LOAN PRINCIPAL (MIS & AIS)	**111,008,704**	**117,746,543**
Asset Creation Loan Principal (MIS & AIS)	519,896	334,376
Livelihood Improvement Loan Principal (MIS & AIS)	304,792	237,375
Sustainable IGA Loan Principal (MIS & AIS)	12,480,700	12,072,956
EFRRAP Loan Principal (MIS & AIS)	13,577	0
RESCUE Loan Principal (MIS & AIS)	663,283	0
SAHOS- OLD Loan Principal (MIS & AIS)	383,663	-
SAHOS Loan Principal (MIS & AIS)	8,144	0
MFTSP Loan Principal (MIS & AIS)	194,543	176,129
LRP Loan Principal (MIS & AIS)	148,762	0
Jagoron Loan Principal (MIS & AIS)	62,774,455	69,553,109
Agrosor Loan Principal (MIS & AIS)	30,122,505	33,501,739
Sufolon Loan Principal (MIS & AIS)	3,394,385	1,870,860
OTHERS LOAN	**1,292,310**	**3,811,938**
Contributory Provident Fund (CPF) Loan	386,619	1,406,824
Temporary Loan	25,000	2,000,000
Mobile Phone Loan	18,990	-
Motorcycle Loan	816,416	374,269
By Cycle Loan	45,285	30,845
ADVANCE	**138,000**	**124,000**
House Rent Advance	138,000	124,000
OTHERS ASSETS	**3,178,819**	**2,995,238**
Unsettled Staff Advance	2,963,718	2,995,238
Receivable from FDR Interest	215,101	-
CASH & BANK	**15,018,901**	**20,909,621**
CASH IN HAND	**494,241**	**351,324**
Cash in hand	494,241	351,324
CASH AT BANK	**14,524,660**	**20,558,298**
OTHERS ACCOUNTS	**1,516,044**	**1,634,782**
DONATION FROM PKSF	**1,516,044**	**1,634,782**
Enrich Program Fund (Branch & HO)	1,516,044	1,634,782
TOTAL ASSET	**148,730,059**	**157,025,981**

Habib Sarwar Bhuiyan & Co.
Chartered Accountants

Annexure: A

INTEGRATED COMMUNITY DEVELOPMENT ASSOCIATION (ICDA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT JUNE 30, 2020

Particulars	Notes	30 June 2020 Amount (Tk)	30 June 2019 Amount (Tk)
PROPERTY AND ASSETS			
Non-Current Assets			
Property, Plant and Equipment	1.00	5,122,565	5,587,292
Total Non-Current Assets		**5,122,565**	**5,587,292**
Current Assets			
Loan to Members	2.00	117,746,543	111,008,704
Short Term Investments	3.00	934,863	7,782,442
Other Loan- Short Term	4.00	3,811,938	1,292,310
Accounts Receivable	5.00	2,995,238	3,178,819
Advance, Deposits & Prepayments	6.00	124,000	138,000
Cash and Bank Balance	7.00	20,967,537	15,021,356
Total Current Assets		**146,580,119**	**138,421,631**
Total Properties and Assets		**151,702,684**	**144,008,923**
CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Capital Fund		**12,683,495**	**15,049,467**
Cumulative Surplus	8.00	11,364,517	13,349,467
Statutory Reserve	9.00	1,318,978	1,700,000
PKSF Revolving fund	10.00	-	-
Non- Current Liabilities			
Loan from PKSF	11.00	32,787,496	35,458,331
Current Liabilities			
Loan from PKSF (Current Portion)	12.00	35,083,335	34,279,167
PKSF Enrich programme	13.00	(1,484,569)	(1,516,044)
Other Loan- Short Term	14.00	3,287,000	-
Members Savings Deposits	15.00	46,945,615	40,891,494
Accounts Payable	16.00	1,000	1,000
Loan Loss Provision	17.00	9,899,138	9,254,699
Liabilities for expenses	18.00	1,582,964	1,362,222
Inactive Members Savings	19.00	122,945	90,820
Members Welfare fund	20.00	7,870,277	6,860,131
Contributory Provident Fund (CPF)	21.00	2,504,556	2,131,208
Staff Welfare fund	22.00	193,517	143,973
PKSF Donation for Scholarship	23.00	168,000	-
Inter Project Loan	24.00	57,915	2,455
Total Current Liabilities		**106,231,693**	**93,501,125**
Total Capital Fund and Liabilities		**151,702,684**	**144,008,923**

The accompanying notes form an integral part of these financial statement.

Deputy-Executive Director
ICDA
Kazi Noushad Rasel
ID No. 07
Deputy Executive Director
ICDA, Barisal.

Executive Director
ICDA
Salma Khan
Executive Director
ICDA, Barisal.

Signed as per our report of even date.

Habib Sarwar Bhuiyan & Co.
Chartered Accountants

Dhaka: September 30, 2020

Habib Sarwar Bhuiyan & Co. Chartered Accountants Dhaka

Annexure: B

INTEGRATED COMMUNITY DEVELOPMENT ASSOCIATION (ICDA)
STATEMENT OF PROFIT/LOSS AND OTHERS COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2020

Particulars	Notes	FY- 2019-2020 Amount (Tk)	FY- 2018-2019 Amount (Tk)
INCOME			
Service charges on loan	25.00	21,806,501	24,144,013
Sales of pass book and Loan Form		57,560	56,480
Admission fee		20,960	15,750
Bank interest		30,339	31,586
Bank interest (LLPI)		471	524
PKSF Donation Received for Scholarship		-	156,000
PKSF Donation		-	13,200
Interest on FDR		366,186	455,788
Member Subscription ICDA		4,440	10,000
Write off Loan Realized		9,679	16,278
Miscellaneous		39,207	138,649
PKSF Enrich programme		209,835	207,680
Grant Income	26.00	-	-
Total		**22,545,178**	**25,245,948**
EXPENDITURE			
Service charge on PKSF loan	27.00	3,145,920	2,981,690
General Savings Interest		2,133,946	1,932,322
Special Savings Interest		186,931	177,205
Bank charge and commission		72,802	55,984
Salary		12,739,063	11,336,079
Travelling & Conveyance		173,676	285,470
Printing & Stationery		297,680	240,628
Training Cost		-	6,618
Fuel & Lubricant		65,047	78,421
Office rent		996,000	906,000
Telephone bill		91,165	88,369
Electricy bill		117,298	138,916
Entertainment		51,586	93,460
Repair and maintenance		84,205	96,616
Software Expense		216,000	240,000
Certificate Fee		31,216	-
AGM expenses		-	22,804
Tax		357,811	217,715
Vat		188,075	178,209
Daily Allowance		30,250	40,050
Revenue Stamp		5,510	4,490
Audit fee		27,000	30,000
Bank Charge (LLPI)		737	742
Temporary Loan Service charge		2,767	-
Legal Expense		9,700	6,845
Member Subscription		-	5,000
National Day Observance		37,310	25,566
Miscellaneous expenses		339,337	204,033
LLP Expenses		1,840,339	1,298,139
Disaster Management Expenses		-	-
Depreciation expenses		538,883	646,156

Habib Sarwar Bhuiyan & Co. Chartered Accountants Dhaka

Particulars	Notes	FY- 2019-2020 Amount (Tk)	FY- 2018-2019 Amount (Tk)
PKSF Enrich Program		642,160	678,497
Donation		-	15,000
PKSF Donation Payment for Scholarship		-	156,000
Projects Expenses			
VGD Program		-	-
PSTC Health Project		-	-
SPLG Project		-	-
Total expenditure		**24,422,414**	**22,187,024**
Surplus/(deficit) for the year		**(1,877,236)**	**3,058,924**
		22,545,178	**25,245,948**

The accompanying notes form an integral part of these financial statement.

Deputy-Executive Director
ICDA

Kazi Noushad Rasel
ID No. 07
Deputy Executive Director
ICDA, Barisal.

Executive Director
ICDA

Salma Khan
Executive Director
ICDA, Barisal.

Signed as per our report of even date.

Habib Sarwar Bhuiyan & Co.
Chartered Accountants

Dhaka: September 30, 2020

Habib Sarwar Bhuiyan & Co. Chartered Accountants Dhaka

Habib Sarwar Bhuiyan & Co.
Chartered Accountants

Annexure: G

INTEGRATED COMMUNITY DEVELOPMENT ASSOCIATION (ICDA)
RECEIPTS AND PAYMENTS STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2020

Particulars	Notes	FY- 2019-2020 Amount (Tk)	FY- 2018-2019 Amount (Tk)
RECEIPTS			
Opening balance		**15,021,356**	**6,790,298**
Cash in hand		494,241	672,018
Cash at banks		14,527,115	6,118,280
Loan received from PKSF	28.00	34,900,000	41,000,000
Service charges on loan	29.00	20,002,380	21,949,933
Member savings:			
General Savings Collection		21,847,765	20,619,941
Special Savings Collection		2,929,395	2,088,880
Loan recovery (Principal)	30.00	148,987,578	158,939,314
Bank Interest	31.00	612,097	357,591
Other received	32.00	24,856,221	8,693,097
Project's received	33.00	679,222	815,429
PKSF Enrich Program Donation		2,973,170	2,870,286
PKSF Donation for Staff		-	-
Sub - Total		**257,787,828**	**257,334,471**
Total Receipts		**272,809,184**	**264,124,769**
PAYMENTS			
Loan disbursment to beneficiaries	34.00	170,581,000	180,025,000
Loan refunded to PKSF (Principal)	35.00	36,766,667	33,175,001
Service charge of PKSF Loan	36.00	3,145,920	2,981,690
General Savings Interest		25,402	52,231
Special Savings Interest		4,646	4,894
Members Savings Refund	37.00	6,228,134	7,338,103
Capital Expenses	38.00	74,156	81,666
Members Savings FDR		-	-
Reserve Fund FDR		-	200,000
CPF FDR		-	-
Loan Loss Provision Investment		(266)	(218)
Diaster Management Fund Investment		-	-
Contributory Provident Fund Investment		(621,857)	326,553
Staff welfare fund Investment		49,544	38,614
Other Operational Payment	39.00	34,964,539	24,045,754
Projects Payments	40.00	623,762	834,125
Total Payment		**251,841,647**	**249,103,413**
Closing Balance		**20,967,537**	**15,021,356**
Cash in Hand		351,324	494,241
Cash at Banks		20,616,213	14,527,115
Total		**272,809,184**	**264,124,769**

The accompanying notes form an integral part of these financial statement.

Deputy-Executive Director
ICDA
Kazi Noushad Rasel
ID No. 07
Deputy Executive Director
ICDA, Barisal.

Executive Director
ICDA
Salma Khan
Executive Director
ICDA, Barisal.

Signed as per our report of even date.

Habib Sarwar Bhuiyan & Co.
Chartered Accountants

Dhaka: September 30, 2020

Habib Sarwar Bhuiyan & Co. ★ Chartered Accountants ★ Dhaka

সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (আইসিডিএ)
Integrated Community Development Association (ICDA)